Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

চৎবংবহঃ জনাব মোঃ হাসান জামান, **সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the 03 day of অক্টোবর, ২০২২

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১২৯৯/২০১৩

রনজিৎ কুমার বৈদ্য গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ২৬/০৯/১৯ খ্রিঃ, ০৪/০২/২১ খ্রিঃ ; ২৪/০২/২১খ্রিঃ; ও ১৪/০৮/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

অরুন কুমার মিত্র ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)

---------Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

নালিশী তপশীলোক্ত আর এস ৭৬৪ খতিয়ানের আর এস ৩৬১৪ নং দাগের .৩৩ শতক সম্পত্তি যোগেন্দ্র গং, কৃষ্ণকান্ত ও দূর্গাকিঙ্কও এর সম্পত্তি ছিল। তাহারা পরস্পর আপন কাকাতো জেঠাতো ভ্রাতা হন।

উক্ত যোগেন্দ্র গং ও চন্দ্র কান্ত গং নিঃসন্তান মরনে একমাত্র ওয়ারীশ কাকাতো ভ্রাতা দূর্গাকিঙ্কর হয়। উক্ত আর এস রেকর্ডী দূর্গাকিঙ্কর মরনে ১ পুত্র মধূসূধন ভট্টাচার্য ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মধূসূধন ভট্টাচার্য বিগত ২৫/০১/১৯৩৭ ইং তারিখে ১২৯ নং কবলামূলে আর এস ৩৬১৪ দাগে আন্দর ৮.২৪৯ শতক ভূমি কিশোরী মোহন চক্রবর্তীর স্ত্রী ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবীর নিকট হস্তান্তর করেন। কিশোরী মোহন মরনে পুত্র বিজয় চক্রবর্তী ও অমল চক্রবর্তী উক্ত সম্পত্তি ১৫/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের ১৭৮২ নং কবলামূলে অলি আহম্মদ এর নিকট বিক্রয় করেন। অলি আহম্মদ উক্ত সম্পত্তি ০৩/০৯/১৯৯৪ ইং তারিখের ২২৬৬ নং কবলামুলে দরখাস্তকারীর নিকট বিক্রয় করেন। দরখাস্তকারী উক্ত ভূমিতে গৃহ নির্মানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। উক্ত সম্পত্তি ভূল ও ভিত্তিহীনভাবে অর্পিত শ্রেনীভূক্ত হয়েছে। প্রার্থীক নালিশী তপশীলোক্ত ভূমি খরিদসূত্রে ভোগদখলকার থাকায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতবাসী হলে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তফসিলোক্ত নালিশী ভূমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ৪৯৭ নং ক্রমিক অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ২৫৯/৮০-৮১ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীক নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ মামলা প্রমানার্থে জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **অজিৎ বৈদ্য (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-১-৬ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অপর দিকে সরকার প্রতিপক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষী বা দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

সরকার প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন। **Pt.W.1** এর জবানবন্দির পর তাহার অনুপস্থিতি কারনে সরকার প্রতিপক্ষ তাকে জেরা করতে পারেননি। সরকার প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি পূর্বের অনেকগুলো ধার্য তারিখে হাজির থাকলেও **Pt.W.1** হাজির না থাকায় জেরা করতে পারেননি। সর্বশেষ বিগত ২৮/০২/২০২৩ ইং তারিখ হইতে ০৮ টি ধার্য্যতারিখ জেরা ব্যর্থতায় আইনানুগ আদেশের জন্য ধার্য থাকা স্বত্বেও প্রার্থীকপক্ষ **Pt.W.1** তে হাজির করতে পারেননি। এমতাবস্থায় বিগত ১৪/০৮/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীকপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে নথি সীন করিয়েও **Pt.W.1** জেরা করার সুযোগ না পাওয়ায় এবং সরকার প্রতিপক্ষে মৌখিকভাবে কোন সাক্ষীকে উপস্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত না করায় মামলার সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়।

(Pt.W.1) কে সরকার প্রতিপক্ষ জেরা না করলেও যেহেতু নালিশী সম্পত্তির সহিত সরকারে স্বার্থ জড়িত রয়েছে সুতরাং প্রার্থীক তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি প্রকৃতঅর্থে অবমুক্ত পাবার হকদার কিনা তা উপস্থাপিত মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক সাক্ষ্যের আলোকে খতিয়ে দেখা আবশ্যক ও সমীচীন বিবেচনা করি।

প্রার্থীক অজিৎ বৈদ্য (Pt.W.1) এর দাখিলী দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি, সাক্ষীর বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। **প্রার্থীক চন্দনাইশ থানাধীন কুলালডেঙ্গা মৌজার অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৪৯৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ভি.পি ২৫৯/৮০-৮১ মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তি আন্দরে এস এ ৭৬৪ খতিয়ানের ৩৬১৪ দাগে বি এস ৩১২৭ খতিয়ান (শুদ্ধ বি এস ৭৮০ খতিয়ান) এর ৪২৪৫ দাগে .০৮ একর সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেন।**

প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় ফটোকপি গেজেট **প্রদর্শনী-৫** হতে প্রতীয়মান হয়, তফসিলোক্ত ৮ শতক ভুমি আর. এস. ৭৬৪ খতিয়ানের ৩৬১৪ দাগভুক্ত সম্পত্তি হয়। উক্ত খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, দখল মন্তব্য কলাম দৃষ্টে নালিশী আর এস ৩৬১৪ দাগে ৩৩ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ ও সুরেন্দ্র নাথ, কৃষ্ণকান্ত ও চন্দ্র কান্ত এবং দূর্গাকিঙ্কর।

প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে, উক্ত যোগেন্দ্র গং ও চন্দ্র কান্ত গং নিঃসন্তান মৃত্যুবরন করলে তাদের একমাত্র ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে কাকাতো ভ্রাতা দূর্গাকিঙ্কর। প্রার্থীকপক্ষ যোগেন্দ্র গং, চন্দ্র কান্ত গং ও দূর্গাকিঙ্কর পরস্পর আপন কাকাতো জেঠাতো ভ্রাতা মর্মে দাবি করেছেন। উক্ত দাবির সমর্থনে প্রার্থীকক্ষ কোন ওয়ারীশ সনদ বা বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমাণ দাখিল করেননি। আর এস ৭৬৪ খতিয়ানের সি.সি কপি [প্রদর্শনী-১] নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, যোগেন্দ্র নাথ ও সুরেন্দ্র নাথ উভয়ে আপন ভ্রাতা যাদের পিতা প্রাণ হরি ভট্টাচার্য হয়। **জীবন কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র আর এস রেকর্ডী রাম চন্দ্র উক্ত যোগেন্দ্র নাথ গং দের আপন কাকাতো ভ্রাতা হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।** আবার কৃষ্ণকান্ত ও চন্দ্র কান্ত পরস্পর আপন ভ্রাতা ও দূর্গা কিংকর এর পিতা কাশীনাথ ভট্টাচার্য হয়। যোগেন্দ্র নাথ গং, কৃষ্ণ কান্ত গং ও দূর্গা কিংকর এর পূর্ববর্তীরা হলেন যথাক্রমে প্রাণহরি ভট্টাচার্য, চন্ডীচরণ ভট্টাচার্য ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য। প্রতীয়মান হয় উক্ত

যোগেন্দ্র নাথ গং কৃষ্ণ কান্ত গং ও দূর্গা কিংকর একই গোষ্ঠিভূক্ত কাকাতো জেঠাতো ভ্রাতা হন। তবে প্রার্থীকপক্ষ ঢালাওভাবে যোগেন্দ্র গং ও কৃষ্ণকান্ত গং ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যুবরণ করার প্রেক্ষিতে নালিশী দাগ ভূমি কাকাতো ভ্রাতা হিসাবে দূর্গা কিংকর মালিক হবার দাবি করলেও তৎ প্রমানে কোন ওয়ারীশান সনদ দাখিল করেননি। তাছাড়া প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় পরিষ্কার দেখা যায় যে, ভারতবাসী যোগেন্দ্র গং দের আপন কাকাতো ভ্রাতা জীবন কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র রামচন্দ্র ছিল। সুতরাং যোগেন্দ্র গং ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যুবরণ করলেও তৎ সম্পত্তি দূর্গা কিংকর নয়, বরং আপন কাকাতো ভ্রাতা হিসাবে উক্ত রামচন্দ্র প্রাপ্ত হবেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।

প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয়, দূর্গা কিংকরের পুত্র মধূসূদন ভট্টাচার্য বিগত ২৫/০১/১৯৩৭ ইং তারিখে ১২৯ নং কবলামূলে আর এস ৩৬১৪ দাগে আন্দর ৮.২৪৯ শতক ভূমি কিশোরী মোহন চক্রবর্তীর স্ত্রী ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবীর নিকট হস্তান্তর করেন। কিশোরী মোহন মরনে পুত্র বিজয় চক্রবর্তী , বিমল চক্রবর্তী ও অমল চক্রবর্তী উক্ত সম্পত্তি ১৫/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের ১৭৮২ নং কবলামূলে প্রদর্শনী-২(ক) অলি আহম্মদ এর নিকট বিক্রয় করেন। অলি আহম্মদ উক্ত সম্পত্তি ০৩/০৯/১৯৯৪ ইং তারিখের ২২৬৬ নং কবলামুলে [প্রদর্শনী-৪] দরখাস্তকারী রনজিৎ কুমার বৈদ্য ও অজিৎ কুমার বৈদ্য এর নিকট বিক্রয় করেন।

ক্ষিরোদা সুন্দরী প্রদর্শনী-৩ মূলে ৩৬১৪ দাগে আন্দর ৮.২৪৯ শতক ভূমি খরিদ করলেও ক্ষিরোদা সুন্দরীর ওয়ারীশ পুত্র বিজয় চক্রবর্তী গং প্রদর্শনী-২(ক) মূলে ২০ শতক ভূমি অলি আহম্মদের নিকট এবং অলি আহম্মদ উক্ত সম্পত্তি প্রদর্শনী-৪ মূলে দরখাস্তকারীগনের বরাবর হস্তান্তর করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারীগণ ও তৎ পূর্ববর্তী বায়া নালিশী দাগে দাতার হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি চেয়ে অতিরিক্ত খরিদ করেছেন যাহাতে তারা আইনত স্বত্বের দাবিদার নহেন।

অর্পিত সম্পত্তির গেজেট **[প্রদর্শনী-৫]** পর্যালোচনায় দেখা যায়, যোগেন্দ্র লাল ও সুরেন্দ্র নাথ ভারতবাসী হলে বিগত ৩০/০৫/১৯৮১ ইং তারিখে ভি.পি মামলা নং ২৫৯/৮০-৮১ মূলে তাদের স্বত্বীয় নালিশী তফসিলোক্ত আর এস ৭৬৪ খতিয়ানের ৩৬১৪ দাগ সামিল বি এস ৭৮০ খতিয়ানের বি এস ৪২৪৫ দাগে .০০৮ একর ভূমি অর্পিত শ্রেনীভূক্ত করা হয়। আর এস খতিয়ান প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী আর এস ৩৬১৪ দাগে ৩৩ শতকে মালিক ছিলেন যোগেন্দ্র গং, কৃষ্ণকান্ত গং ও দূর্গা কিংকর গং। উক্ত ৩৩ শতকের মধ্যে যোগেন্দ্র যোগেন্দ্র লাল ও সুরেন্দ্র নাথ এর .০৮ একর ভূমি অর্পিত হয়। প্রার্থীকগণ উক্ত অর্পিত .০৮ একর ভূমি অবমুক্তির প্রার্থনা করিলেও কিসের ভিত্তিতে তা দাবি করছেন তা বোধগম্য নয়। ভারতবাসী যোগেন্দ্র লাল ও সুরেন্দ্র লাল এর সাথে প্রার্থীকগনের কোনরুপ সম্পর্ক নেই। প্রার্থীকগন নালিশী দাগে যে সম্পত্তি খরিদ করেছেন তার পূর্ববর্তী মালিক ছিল আর এস রেকর্ডী দূর্গা কিংকর। উক্ত দূর্গা কিংকরের কোন সম্পত্তি অর্পিত হয়নি। নালিশী বি এস খতিয়ানে [প্রদর্শনী-২] পর্যালোচনায় কোন সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে মর্মে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া নালিশী ৪২৪৫ দাগে ১৬ শতক ভূমির একক মালিক মন্তব্য কলাম দৃষ্টে সুলতান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। নালিশী দাগে প্রার্থীকগনের

পূর্ববর্তী বায়া দূর্গা কিংকর বা তৎ ওয়ারীশের কোন সম্পত্তি অর্পিত না হওয়ায় প্রার্থীকগণ কোনভাবেই নালিশী দাগের .০৮ একর ভূমি অবমুক্তি পাবার দাবিদার হবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হল।

অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।